

২২/১০/১৭

সব সংগঠনকে কর্তৃপক্ষের নির্দেশ টিএসসিতে রাত আটটার পর কোনো কার্যক্রম নয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক •

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের (টিএসসি) সব সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সব ধরনের কার্যক্রম রাত আটটার মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। টিএসসির পরিচালক এ এম এম মহিউজ্জামান চৌধুরী এ নির্দেশ জারি করেন।

টিএসসির একটি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রথম আলোকে বলেন, গত বুধবার এ নির্দেশ জারি করে মহিউজ্জামান চৌধুরী স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তি প্রতিটি সংগঠনকে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির অনুলিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রক্টর অধ্যাপক এম আমজাদ আলীর কাছে পাঠানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, টিএসসিতে অবস্থিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে বিবিধ বিবেচনায় নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ কার্যক্রম রাত আটটার মধ্যে শেষ করতে হবে। তবে কাজের স্বার্থে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সময় রাত ১১টা পর্যন্ত শিথিল করা যেতে পারে।

এ নিয়ে টিএসসিভিত্তিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর সদস্যদের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাদের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তারা বলছেন, দিনের বেলায় শিক্ষার্থীরা ক্লাস, পরীক্ষা থেকে শুরু করে টিউশনি বা বিভিন্ন পার্টিটাইম চাকরিতে থাকেন। তারা বিকেল বা সন্ধ্যায় একসঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান। সন্ধ্যার পর থেকেই সংগঠনগুলোর বিভিন্ন সভা হয়ে থাকে। তাই এ ধরনের একটি সিদ্ধান্ত

টিএসসিতে অবস্থিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোকে বিবিধ বিবেচনায় নিরাপত্তার স্বার্থে নিজ নিজ কার্যক্রম রাত আটটার মধ্যে শেষ করতে হবে। তবে কাজের স্বার্থে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে সময় রাত ১১টা পর্যন্ত শিথিল করা যেতে পারে।

নেওয়ার আগে সবার সঙ্গে কথা বলার দরকার ছিল।

যোগাযোগ করা হলে মহিউজ্জামান চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, 'এটি এত সিরিয়াস কোনো বিষয় নয়। যে কেউ প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে সময় বাড়িয়ে নিতে পারবে। টাইমফ্রেম আগে থেকেই ছিল। ইদানীং এর একটু ব্যত্যয় হচ্ছে বলে তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

কী ধরনের ব্যত্যয় বা নিরাপত্তার স্বার্থ বলতে কী বোঝানো হয়েছে, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাতে মূল ফটক খোলা রাখলে টোকাই ও বহিরাগতরা প্রবেশ করে। এতে টিএসসির পরিবেশ নষ্ট হয়। আর আটটার কথা বলা হয়েছে একটু সময় বাড়িয়ে ধরেই। কেননা, ৯টা বললে হয়তো সেটা ১০টা হয়ে যেত।

নাম	
পরিচয়	
বাস	
ফোন	
ইমেইল	
অন্যান্য	
স্বাক্ষর	
তারিখ	